ইস্তেগফারের গুরুত্ব-ফযীলত ও সময়

(বাংলা-bengali-البنغالية)

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা: চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

1431هـ - 2010م

﴿الاستغفار : أهميته وفضله وأوقاته﴾

(باللغة البنغالية)

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة : أبو الكلام أزاد أنوار الله

2010 - 1431

islamhouse.com

ইস্তেগফারের গুরুত্ব-ফযীলত ও সময়

ইস্তেগফার সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ:

এক.

আল্লাহ তাআলা বলেন :

{واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} ((محمد:19)).

তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। {সূরা মুহাম্মদ : ১৯}

দুই.

{واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً} ((النساء :106))

আর তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। {সূরা নিসা : ১০৬}

তিন.

{فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا} ((النصر:3))،

তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী। {সূরা আন-নাসর : ৩}

চার.

{للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري} إلى قوله عزوجل: {والمستغفرين بالأسحار} ((ال عمران: 15-17)).

যারা তাকওয়া অর্জন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। যারা বলে : হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। {সূরা আলে-ইমরান : ১৫-১৭}

পাঁচ.

{ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} ((النساء:110))،

আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। {সূরা নিসা : ১১০}

ছয়.

{وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} ((الأنفال:33))،

আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আযান দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে। {সূরা আন-ফাল : ৩৩}

সাত.

{والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} ((ال عمران:135)) .

আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদরে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে ? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না। {সূরা আলে-ইমরান : ১৩৫}
আট.

وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة" ((رواه مسلم)).

আল-আগর মুজানী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমার অন্তরে অন্যমনষ্কতার {ভুল অথবা সাকীনা} সৃষ্টি হয়, আমি নিশ্চয় প্রতিদিন একশতবার আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করি।" {মুসলিম}
নয়.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" ((رواه البخاري)).

আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি : "আল্লাহর শপথ, প্রতিদিন আমি সত্তুরবারের চেয়েও অধিক আল্লাহর ইস্তেগফার ও তাওবা করি।" {বুখারী}
দশ.

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم" ((رواه مسلم)).

আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে সত্বার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, যদি তোমরা গুনা না কর, তবে আল্লাহ তোমাদের নিয়ে যাবেন এবং এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যারা গুনা করবে এবং আল্লাহর নিকট তাওবা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।" {মুসলিম}

এগারো.

وعن بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة: "رب اغفر لي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم" ((رواه ابوداود والترمذي)).

ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা এক মজলিসে গুনতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশতবার বলতেন :

"رب اغفر لي، وتب على إنك أنت التواب الرحيم"

"হে আমার রব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তাওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী, দয়াশীল।" {আবূ দাউদ, তিরমিযী}
বার.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من لزم الاستغفار ، جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب" ((رواه أبو داود بإسناد ضعيف)).

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে অবশ্যম্ভাবী করবে, আল্লাহ তাকে সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবেন এবং সকল পেরেশানী থেকে তাকে নাজাত দেবেন আর এমন জায়গা থেকে তাকে রিযক দেবেন, যার কল্পনা পর্যন্ত সে করেনি।" {আবূ দাউদ দুর্বল সনদে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন}

তের.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، غفرت ذنوبه ، وإن كان قد فر من الزحف" ((رواه ابو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم)).

ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি বলবে :

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ،

তার সকল গুনা মাফ করে দেয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে। {আবূ দাউদ, তিরমিযী ও হাকেম, তিনি বলেছেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ}

চৌদ্দ.

وعن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيد الإستغفار ان يقول العبد : اللّٰهُمَّ أنت ربي، لا إله الا أنت ، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة" ((رواه البخاري))

শাদ্দাদ বিন আউস রাদিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দার জন্য সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার হচ্ছে :

اللّٰهُمَّ أنت ربي، لا إله الا أنت ، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،

"যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে দিনের বেলা এটা পাঠ করে, অতঃপর সে দিনেই সে সন্ধার পূর্বে মারা যায়, সে জান্নাতে পবেশ করবে; আর যে ব্যক্তি তা পূর্ণ বিশ্বাস রেখে রাতের বেলা পাঠ করে, অতঃপর সে রাতেই সে সকাল হওয়ার পূর্বেই মারায় যায়, সে জান্নাতবাসী।" {বুখারী}

পনের.

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته ، استغفر الله ثلاثاً وقال: "اللّٰهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" قيل للاوزاعي- وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: "أستغفر الله ، أستغفر الله" ((رواه مسلم)).

সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন, সালাত শেষ করতেন, তিনবার ইস্তেগফার করতেন এবং বলতেন :

"اللّٰهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام"

এ হাদীস বর্ণনাকারী আওজায়ীকে বলা হল : ইস্তেগফারের পদ্ধতি কী ? তিনি বললেন : "أستغفر الله ، أستغفر الله" {মুসলিম}

ষোল.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل موته "سبحان الله وبحمده، استغفر الله، واتوب اليه" ((متفق عليه)).

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে বেশী বেশী বলতেন : "سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، وأتوب إليه" {বুখারী ও মুসলিম}

সতের.

وعن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني ، غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، لأتيتك بقرابها مغفرة" .

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি : আল্লাহ তাআলা বলেন : হে বনী আদম, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার আশা পোষণ করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, তোমার থেকে যা কিছুই প্রকাশ পাক, এতে আমি কোন পরোয়া করি না। হে বনী আদম, তোমার গুনা যদি ঊর্ধ্বগগন পর্যন্ত পৌছেঁ যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি সামান্য পরোয়া করি না। হে বনী আদম, তুমি যদি আমার কাছে দুনিয়া ভরা গুনা নিয়ে আস, অতঃপর শিরকে লিপ্তে না হয়ে আমার সাথে সাক্ষাত কর, আমি তোমার নিকট যমীন ভরা ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব।

আঠার.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن من الاستغفار، فإني رايتكن أكثر أهل النار" قالت امراة منهن: مالنا أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن" قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال" "شهادة امراتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي" ((رواه مسلم)).

ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে নারীগণ, তোমরা সদকা কর এবং বেশী বেশী ইস্তেগফার কর। কারণ, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী দেখেছি। তাদের থেকে এক মহিলা বলল : কী কারণে আমরা অধিকাংশ জাহান্নামী? তিনি বললেন : তোমরা বেশী বেশী লানত কর এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। আমি তোমাদের মত আকল ও দীনে ত্রুটিপূর্ণ কাউকে দেখিনে, যে বিজ্ঞলোকদের উপর বিজয়ী হয়। সে বলল : আমাদের আকল ও

দীনের ত্রূটি কী ? তিনি বললেন : দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, এবং তোমরা কতক দিন অবস্থান কর, যাতে তোমরা সালাত আদায় কর না।" {মুসলিম}

অতএব ইস্তেগফার ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

أستغفر الله العظيم غفار الذنوب ذي الجلال والإكرام وأتوب إليه .

হে প্রিয় ভাই, তুমি কি চাও তোমার গুনা নেকিতে বদলে যাক, আর নেকি বৃদ্ধি হোক এবং তোমার মর্তবা বুলন্দ হোক ?
তুমি কি চাও ভাল পরিবার, নেক সন্তান, হালাল মাল ও প্রসস্ত রিযক ?
তুমি কি চাও চিন্তা মুক্ত হতে, অন্তরের প্রশান্তি অর্জন করতে ?
তুমি কি চাও শরীরের সুস্থতা, এবং দুশ্চিন্তা ও রোগ থেকে মুক্তি?

হ্যাঁ, আমরা সকলেই তা চাই, আর সে জন্যই প্রয়োজন : বেশী বেশী ইস্তেগফার করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً

আর বলছি, তোমাদের রবেকর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। {সূরা হুদ : ৩}

তিনি আরো বলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। {যুমার : ৫৩}
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وقال النبي صلى الله عليه و سلم : من قال حين يأوى إلى فراشه : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم و أتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه و إن كانت مثل ذبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل العالج وإن كانت عدد ايام الدنيا

এতে সন্দেহ নেই যে, ইস্তেগফার আল্লাহর আদেশকৃত বস্তু। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاسْتَغْفِرُوااللَّهَ

ইস্তেগফারের জন্য গুনা করা জরুরী নয়, বরং অনেক আগে করা গুনার জন্যও মানুষ ইস্তেগফার করে। দ্বিতীয়ত মানুষ কখনো অপরাধ করে, কিন্তু সে জানেও না যে, সে অপরাধ করেছে। কখনো গুনা করে কিন্তু সে জানেও না সে গুনা করেছে।

ইস্তেগফারের ফযীলত :

ইস্তেগফার আল্লাহর ইবাদাত, ইস্তেগফারের কারণে গুনা মাফ হয়, বৃষ্টি বর্ষণ হয়, সন্তান ও সম্পদ দ্বারা সাহায্য করা হয় এবং জান্নাতের অধিকারী করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لكم أنهارا

আর (নূহ) বলছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।

ইস্তেগফারের ফলে সর্বদিক থেকে শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। ইরশাদ হচ্ছে :

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ

তিনি তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। {হুদ : ৫২}

ইস্তেগফারের ফলে সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রাপ্য হক অর্জিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে :

يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلى أجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তারপর তার কাছে ফিরে যাও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেনে এবং অধিক আনুগত্যশীলকে তার আনুগত্য মুতাবিক দান করবেন। (হুদ : ৩)

ইস্তেগফারের ফলে বালা-মুসিবত দূরীভূত হয় : ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে। {সূরা আন-ফাল : ৩৩}

বান্দার উচিত বেশী বেশী ইস্তেগফার করা, কারণ তারা রাত-দিন নানা ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাতে লিপ্ত হয়, যখন তারা ইস্তেগফার করে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন।

ইস্তেগফারের ফলে রহমত নাযিল হয়, ইরশাদ হচ্ছে :

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না যেন তোমাদেরকে রহমত করা হয় ? (সূরা নামাল : ৪৬)

ইস্তেগফার মজলিসের কাফফারা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার এক নির্দশন। যেহেতু তিনি এক এক মজলিসে সত্তুরের বেশী, কোন বর্ণায় রয়েছে একশোর বেশী ইস্তেগফার করতেন।

ইস্তেগফারের সময় :

ইস্তেগফার সব সময় করা যায়, কিন্তু গোনার পর ইস্তেগফার করা ওয়াজিব এবং নেক আমল করার পর মুস্তাহাব। যেমন সালাত শেষে তিনবার ইস্তেগফার করা, হজ শেষে ইস্তেগফার করা ইত্যাদি। তবে সেহরীর সময় ইস্তেগফার করা বেশী ফজীলত, বরং মুস্তাহাব। কারণ, এ সময় ইস্তেগফারকারীদের আল্লাহ তাআলা প্রসংশা করেছেন।

ইস্তেগফারের বিভিন্ন বাক্য ও শব্দ	
এক.	اللّٰهُمَّ أنت ربي لا إلٰه الا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
দুই.	أستغفر الله.
তিন.	رب اغفر لي.
চার.	. اللّٰهُمَّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
পাঁচ.	. رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم
ছয়.	اللّٰهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
সাত.	أستغفر الله الذي لا إلٰه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
আট.	اللّٰهُمَّ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللّٰهُمَّ اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللّٰهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

যিকর ও ইস্তেগফারের উপকারীতা

ইস্তেগফার সর্বোত্তম যিকর, তাই যিকরের ফযীলত মূলত ইস্তেগফারের ফযীলত। নিম্নে যিকরের কতক ফযীলত উল্লেখ করা হল:

যিকর ও ইস্তেগফারের ফযীলত			
এক.	শয়তান দূরীভূত হয়।	দুই.	রাহমানকে সন্তুষ্ট হয়।
তিন.	চিন্তা ও ফেরেশানীকে দূরীভূত হয়।	চার.	প্রসস্ততা ও খুশি সৃষ্টির হয়।
পাঁচ.	চেহারা নুরান্বিত হয়।	ছয়.	রিযক বৃদ্ধি হয়।
সাত.	বান্দার প্রতি আল্লাহর মুহাব্বত সৃষ্টি হয়।	আট.	আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহাব্বত, বান্দার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ,পরিচয়, তার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তার নৈকট্য অর্জন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
নয়.	যিকরকারীর অন্তরে আল্লাহর স্মরণ সৃষ্টি হয়।	দশ.	যিকন দ্বারা অন্তর জীবিত হয়।
এগারো.	বান্দা ও তার রবের মধ্যবর্তী ভীতি দূর	বার.	যিকর দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।

	হয়।		
তের.	যিকরকারী ব্যক্তি মুসিবতের সময় যিকর দ্বারা উপকৃত হয়।	চৌদ্দ.	যিকরকারীকে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতা আবৃত করে রাখে।
পনের.	এর ফলে বান্দা গীবত, চোখলখুরী ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ হয়।	ষোল.	যিকর কিয়ামতের দিন হতাশা থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে।
সতের.	ক্রন্দন রত অবস্থায় যিকরের ফলে বান্দা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে।	আঠার.	যিকর আল্লাহ্ বিস্মৃতি থেকে মুক্ত করে।
উনিশ.	যিকর নিফাক থেকে মুক্তি দেয়।	বিশ.	যিকর সব চেয়ে সহজ এবং কম কষ্টের ইবাদাত, তা সত্বেও এটা গোলাম আযাদ করার সমান এবং এর কারণে এতো সাওয়াব হয়, যা অন্যান্য ইবাদাতের কারণে হয় না।
একুশ.	যিকর জান্নাতের বীজ।	বাইশ.	যিকর অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেয় এবং তার প্রয়োজন পুরো করে।
তেইশ.	নানা ইচ্ছা ও অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পরিণত হয়	চব্বিশ.	জমা হওয়া নানা চিন্তা, ফেরেশানী, দুঃখ ও হতাশা দূর হয়।
পচিশ.	যিকরকারীর বিপক্ষে জড়ো হওয়া শয়তান ও তার চেলাপেলা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়	ছাব্বিশ.	যিকর ব্যক্তিকে আখেরাতের নিকটবর্তী করে এবং দুনিয়া থেকে দূরে রাখে।
সাতাইশ.	যিকর দ্বারা শোকরের অপর নাম, যে যিকর করল না, সে শোকরও করল না।	আঠাইশ.	যার মুখ সব সময় আল্লাহর যিকরে তরতাজা থাকে সেই আল্লাহর নিকট সম্মানীত বান্দা।
ঊনত্রিশ.	যিকর অন্তরের শুষ্কতা দূর করে।	ত্রিশ.	যিকরকারী উপর আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন।
একত্রিশ.	আল্লাহর যিকর প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সকল বিধি-বিধান ও আমল।	বত্রিশ.	যিকরকারীদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে গর্ববোধ করেন।
তেত্রিশ.	যিকরের ফলে কঠিন সহজ হয়, মুসিবত দূরীভূত হয় ও কাজ সহজ হয়।	চৌত্রিশ.	বরকত অর্জন হয়।
পয়ত্রিশ.	যিকর নিরাপত্তা অর্জন করার বড় হাতিয়ার, ভীতিশীল ব্যক্তির জন্য যিকরের চেয়ে উপকারী কিছু নেই।	ছত্রিশ.	যিকর শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করার হাতিয়ার।
সাতত্রিশ.	যিকরের ফলে অন্তরে শক্তি বৃদ্ধি হয়।	আটত্রিশ.	যিকরকারীদের নিয়ে পাহাড় ও মরুভূমি পর্যন্ত গর্ববোধ করে ও তাদের সুসংবাদ দেয়।
ঊনচল্লিশ.	রাস্তায়, ঘরে, সফরে-বাড়িতে ও বাজারে যিকর করার ফলে কিয়ামতের দিন অনেক কিছুই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।	চল্লিশ.	অন্যান্য আমলের তুলনায় যিকরে এমন স্বাদ রয়েছে, যা অন্য কোথাও নেই।

নারীদের জন্য ইস্তেগফার করার গুরুত্ব :

নারীদের জন্য ইস্তেগফার করা খুব জরুরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের কাছে এসে বলেন :

يا معشر النساء.. تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة:

وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار! قال :تكثرن اللعن، وتكفرن العشير.. رواه مسلم

হে নারীগণ, তোমরা সদকা কর, বেশী বেশী ইস্তেগফার কর। কারণ তোমাদের অধিকাংশকেই আমি জাহান্নামের অধিবাসী দেখেছি। তাদের মধ্যে বাকপটু একনারী বলে উঠল : আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? তিনি বললেন : তোমরা বেশী লানত কর এবং স্বামীদের নাশুকরি কর। {মুসলিম}

ইস্তেগফার ও তাওবার পার্থক্য :

ইস্তেগফার : ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে বান্দার أستغفر الله বলা।

তাওবা : আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও তার প্রতি মনোনিবেশেন করা।

ইস্তেগফার সবচেয়ে বড় যিকর, বান্দার উচিত এ যিকর বেশী বেশী করা। ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মুসনাদে আহমদে রয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে :

اللّٰهُمَّ اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم،

বারবার পড়তেন। কোন গণনাকারী তা একশতবার পর্যন্ত গণনা করত। ইস্তেগফারের মধ্যে যদি তাওবার শর্ত ও অর্থ বিদ্যমান থাকে, তবে তা তাওবা হিসেবে গন্য হবে। অর্থাৎ গুনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা, যদি সে গুনাতে মগ্ন থাকে। সামনের জীবনে তা আর না করার অঙ্গিকার করা এবং অতীতের জন্য লজ্জিত হওয়া। এভাবেই তাওবা-ইস্তেগফার একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ ইস্তেগফার তাওবাতে পরিণত হয় এবং তাওবা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় পরিণত হয়।

সমাপ্ত